জয় খেমকা প্রযোজিত

মতিউর রহমান পানু পরিচালিত

অজয় ফিল্মস্ নিবেদিত

সঙ্গীত-আবু তাহের

পরিবেশনায়-শ্রীঅন্নপূর্ণা ফিল্মস্

বেদের মেয়ে জোস্‌না

শ্রেঃ-*চিরঞ্জীত, অঞ্জু ঘোষ* (বাংলাদেশ), শুভেন্দু, কৌশিক ব্যানার্জী, সাইফুদ্দিন, দিলদার, নাসির, আব্বাস (বাংলাদেশ), অমরনাথ মুখার্জী, বুলবুল রায়চৌধুরী, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, লীনা দাস, সোমা মুখার্জী, স্বকুমার চক্রবর্ত্তী, অনামিকা সাহা, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, রথীন ঘোষ ও আরও অনেকে।

ঃ *সারাংশ* ঃ

বিচারক ধীরাজের (শুভেন্দু) একমাত্র শিশুকন্যা জোস্‌না (অঞ্জু) সাপের কামড়ে মারা গেলে তাকে কলার ভেলায় নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় সঙ্গে লিখে দেওয়া হয় যে এই মেয়েকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এক সন্তানহীন বেদে ও বেদেনী (সাইফুদ্দিন ও অনামিকা) ভেলা থেকে তুলে নিয়ে বাঁচিয়ে তোলে ও পরম যত্নে কন্যার স্নেহে মানুষ করতে থাকে। রূপে গুণে অতুলনীয়া জোস্‌না বড় হয় ও সাপ খেলায় পারদর্শীনী হয়ে ওঠে। অপরূপা জোসনাকে দেখে বঙ্গরাজের মন্ত্রীপুত্র মলয় (নাসির) ও তার বন্ধু মণি (দিলদার) উন্মত্ত লালসায় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু জোসনাকে রক্ষা করে বঙ্গরাজপুত্র বিজয় (চিরঞ্জীত)। বিজয় ও জোসনা উভয়ে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হয়। একদিন বিজয়কে সাপে দংশন করে। মৃতপ্রায় বিজয়কে কেউ ভাল করতে পারেনা। বঙ্গ-রাজ (অমর মুখার্জী) ঘোষণা করেন যে রাজপুত্রকে ভালো করে দিতে পারবে সে যা চাইবে তাকে তাই দেওয়া হবে। বেদের মেয়ে জোসনা এগিয়ে আসে। মরণবীন বাজিয়ে সে অসাধ্য সাধন করে রাজপুত্রকে ভাল করে তোলে। পুরস্কার স্বরূপ সে চায় রাজপুত্রকে। প্রতিদানে বঙ্গরাজ নির্মমভাবে জোসনাকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেয়। অপমানে লজ্জায় জোস্‌না দাদু আর দিদাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। বিজয় সব জানতে পেরে জোসনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে এবং তাকে খুঁজে পেয়ে প্রাসাদে ফিরে আসে বিয়ে করে। ক্রোধে ক্ষিপ্ত বঙ্গরাজ প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু.........

বিজয়ের কি প্রাণদণ্ড কার্য্যকর হয়েছিল?

বেদের মেয়ে জোস্‌না—সে কি ফিরে পেয়েছিল তার ভালবাসার মানুষকে?

বেদের মেয়ে জোস্‌না কি জেনেছিল তার আসল পরিচয়?

সত্য এবং মিথ্যা—এ দুয়ের সংঘাতে কে জয়ী হয়েছিল?

জানতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে—

রূপালী পর্দ্দায়— বেদের মেয়ে জোস্‌না !!!

ঃ গান ঃ

—এক—

কথা—তোজামেল হক্ বকুল
শিল্পী – রথীন্দ্র নাথ রায়

মায়ায় গড়া এই সংসারে
কেউ আসে কেউ যায়রে ফিরে
মনরে মিছে কেন কাঁদিস তুই
নদীর কিনারায়।
পুষলি যারে সুখের ঘরে
বাঁধন ছিঁড়ে যায় সে উড়ে
পাগল মন - ডাক আসিলে
যেতে হবে
মাটীর ঘরের বিছানায়।
জগৎ চলে যার ঈশারায়
বাঁচা মরা তার করুণায়
দমের ঘরে মোমের আলো
জ্বালায় ওযে নিরালায়।

—দুই—

কথা—তোজামেল হক বকুল
শিল্পী—সাবিনা ইয়াসমিন

ও রানী সালাম বারে বার
নামটী আমার জোসনা বানু
রানী থাকি লঙ্কার পাড়।
মোরা এক ঘাটেতে রানধি বারি
আর এক ঘাটে খাই
মোদের সুখের সীমা নাই
পথে ঘাটে লোক জমাইয়া
মোরা সাপ খেলা দেখাই।

—তিন—

কথা – তোজামেল হক বকুল
শিল্পী – সাবিনা ইয়াসমিন

রে রে রে রে হৈ হৈ
আরে ও পাহাড়িয়া সাপের খেলা
লাগলো আজি রংয়ের মেলা
সেই খুশীতে মন উতলা
খেলা খেলা পাহাড়িয়া সাপের খেলা।
আইসো আইসো কালনাগিনী
আইসো ফণা তুলেরে
ভালো কইরা দেখাওরে খেলা
ঐ না রাজার রানীরে,
হাঁ হাঁ দেখা.........
খা খা খা খা—
আরে বক্কিলারে খা
ঐ দুশমনরে খা
কোন পাহাড়ে ছিলা তুমি
আইছো রাজার বাড়ীরে
ভালো কইরা দেখাওরে খেলা
দিব দুধ ও কলারে
আরে দেখ দেখ দেখ.........

—চার—

কথা—মুজিব পরদেশী
শিল্পী—সাবিনা ইয়াসমিন ও এণ্ড্রু কিশোর

এসো এসো শাহাজাদা গো
ও বন্ধু এসো মোর বহরে গো বন্ধু
দেবো ভালবাসা গো।
তুমি যদি বলো কন্যা গো
ও কন্যা যাইবো তোমার বাড়ী গো
বসিতে আসন দেবো গো
ও সখা আঁচল বিছাইয়া গো।
আমি তোমায় ভালবাসি গো
ও জোসনা দিওনা ফিরাইয়া গো জোসনা
করবো তোমায় বিয়া গো
তুমি যদি বলো কন্যা গো।
আমি হইলাম বেদের মেয়ে গো
ও সখা তুমি রাজার ছেলে গো সখা
কেমনে হবে বিয়া গো।
প্রেম বোঝেনা রাজা প্রজা গো
ও জোসনা জাতি কুল মানেনা গো
তুমি যদি বলো কন্যা গো।
পান করিয়া ফুলের মধু গো
ও বন্ধু যাইবা আমায় ভুলে গো বন্ধু।
তোমায় যদি যাই ভুলে গো
ও জোসনা ঠেকবো পরকালে গো জোসনা
কথা দিলাম আমি গো।

—পাঁচ—

কথা—তোজামেল হক্ বকুল
শিল্পী—রুণা লায়লা ও এণ্ড্রু কিশোর

বেদের মেয়ে জোসনা আমায় কথা দিয়েছে
আসি আসি বলে জোসনা ফাঁকি দিয়েছে
তুমি জোসনা হেথা দিয়েছিলে কথা
তোমারে না দেখলে আমার প্রাণে লাগে ব্যথা।
বলো তুমি এখানেতে আসবে কতক্ষণ
তোমারে না দেখলে আমার ঘরে রয়না মন।
আমি যখন রাঁধতে বসি বন্ধু বাজাও বাঁশী
রান্না বারা রেখে আমি কেমন করে আসি
দাদারে দাদীরে আমি কি দিয়া বুঝাই
কাঁকের কলসী নিয়ে আমি প্রেম যমুনায় যাই।
কেমন তোমার মাতা পিতা কেমন তোমার হিয়া
এসব কথা রেখে তুমি আমায় করো বিয়া
আরে চলো চলো চলো বন্ধু ঘরে ফিরে যাই
দাদা আর দাদীরে গিয়া নিরালায় বুঝাই।

—ছয়—

কথা—তোজামেল হক্ বকুল
শিল্পী—সাবিনা ইয়াসমিন

প্রেম যমুনায় সাঁতার দিলাম গো
বন্ধু তোমারো লাগিয়া বন্ধু।
অভিমান করিয়া বন্ধু গো
ও বন্ধু যাইওনা চলিয়া গো বন্ধু
যাইওনা চলিয়া গো।
প্রেমা ডোরে বন্দী করে গো
ও বন্ধু রাখবো জীবন ভরে গো।
তুমি হবে আমার রাজা গো
ও বন্ধু আমি তোমার রানী গো বন্ধু
আমি তোমার রানী গো।

—সাত—

কথা—তোজামেল হক্ বকুল
শিল্পী—সাবিনা ইয়াসমিন

কি ধন আমি চাইবো গো রাজা
ও রাজা আপনার দরবারো গো রাজা।
যাহা চাইব তাহাই দিবেন গো
ও রাজা বলিয়াছেন আপনি গো রাজা
টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি গো
ও রাজা কিছুই আমি চাইনা গো রাজা।
দিবেন যদি দয়াল রাজা গো
ও রাজা চাইবো আপনার কাছে গো রাজা
চাইযে রাজকুমারকে রাজা।

—আট—

কথা—তোজামেল হক্ বকুল
শিল্পী—রথীন্দ্রনাথ রায়

ও তুই ডাকলি যারে আপন করে সে তো অসহায়
মনের মানুষ কেঁদে চলে যায়।
ও তুই ভালবেসে খুঁজলি যারে
সে তো দুঃখের নীল দরিয়ায়
ভেসে ভেসে যায় সে কেঁদে
কোন সে ঠিকানায়
হায়রে মনের মানুষ কেঁদে চলে যায়।
স্রোতের ধারা যেমনি করে
ভাটির দিকে যায়
চোখের জলে তেমনি করে বুক ভেসে যায়।
ও তোর আসল প্রেমের নাইরে মরণ
সাধ্য তো নাই কেউ করে হরণ
রাখিস তারে যতন করে
মনেরই আয়নায়।

—নয়—

কথা—তোজামেল হক, বকুল
শিল্পী—সাবিনা ইয়াসমিন

মেরনা মেরনা জল্লাদ রে
ও জল্লাদ মেরনা মোর স্বামীরে
জল্লাদ
মেরোনা মোর স্বামীরে।
হাতে ধরি পায়ে পড়ি
ও জল্লাদ... ... ...
আগে মারো আমারে জল্লাদ রে
ও জল্লাদ পরে মারো স্বামীরে
জল্লাদ।
বিনা দোষে মারলে জল্লাদ রে
ও জল্লাদ ঠেকবে খোদার কাছেরে
জল্লাদ।

—দশ—

কথা—তোজামেল হক, বকুল
শিল্পী—সাবিনা ইয়াসমিন ও
এণ্ড্রু কিশোর

আমারো লাগিয়া গো বন্ধু
ও বন্ধু হইলা বনবাসী
কি দিয়া ফোটাবো আমি
তোমার মুখের হাসি ও বন্ধু
ও কথা বলো না গো জোসনা
ও জোসনা আমি হইলাম দোষী
সুখের আশা দিয়া গো তোমায়
করলাম বনবাসী।

কি বলিলে প্রাণের বন্ধু
ও বন্ধু সহেনা পরাণে
সুখে দুঃখে থাকব আমি
তোমারই সনে।

মাতা ছাড়লাম পিতা ছাড়লাম
ও সখী ছাড়লাম রাজ্যের আশা
সারা জীবন ভরে গো আমায়
দিও ভালবাসা।

কেঁদোনা কেঁদোনা গো বন্ধু
ও বন্ধু তুমি আমার স্বামী
আঁচল দিয়ে মুছবো আমি
তোমার চোখের পানি।

—এগার—

কথা—তোজামেল হক, বকুল

শিল্পী—রুণা লায়লা ও
মঃ খুরশীদ আলম

ওরে তারা দিলি ধরা মারলি প্রেমের
বান
আরে সেই বানেতে পরাণ আমার
হইলো যে খান খান রে,
ওরে রসিক এতো প্রেমের বকশিশ
আরে প্রেম করিলে তাই
কাঞ্চা বয়সে ভার করিলে
লাজ শরম হারায়রে।

চৈত্র মাসের পরাণ আমার
দারুণ পিপাসা
একটুখানি পরশ দিলে
মেটে না আশা
হইওনা গো এত অবুঝ
রাখো ভরসা
শুভদিনে শুভক্ষণে মিটিবে আশা
আরে সেই আশাতে বুক বান্ধিব
পেলে ভরসা।
অঙ্গে তোমার রূপের জোয়ার
শ্রাবণ মাসের ঢল
সেই ঢলেতে ঢেউ উঠিলে
করে টলমল
নদীর বুকে ঢেউ উঠিলে
লাগে বারি কুলে
নারীর বুকে ঝড় উঠিলে
কাঁপে দুলে দুলে
আরে সেই ঝড়েতে প্রাণ হারাইয়া
হব প্রেমের মরা

—বার—

কথা ও শিল্পী—মুজীব পরদেশী

মা আমি বন্দী কারাগারে
আছি গো মা বিপদে
বাইরের আলো চোখে পড়ে না মা।
জেলখানার সম্বল থালা বাটী কম্বল
এছাড়া অন্য কিছু মেলেনা মা
সকাল আর সন্ধ্যায় দুইটী রুটি দেয়
রুটী খেয়ে পেট ভরে না মা।
এই ছিল কপালে হাত বাঁধা শিকলে
পিপাসায় বুক ফেটে যায় মা
সকাল আর রাতে চাবুকের আঘাতে
বুকের রক্ত ঝরে পড়ে মা।
আমি দুঃখের দুঃখী কবে হব সুখী
তাওতো এসে কেউ বলে না মা
আর জ্বালা সহেনা
প্রাণে যে মানে না
মশার কামড়ে ঘুম আসে না।

অজয় ফিল্মসের দ্বিতীয় নিবেদন—

আর একটী সাড়া জাগানো কাহিনী—

卐 卐

সত্য মিথ্যা

卐 卐

—ঃ অভিনয়ে ঃ—

আলমগীর (বাংলাদেশ), সন্ধ্যা রায়,
নূতন (বাংলাদেশ), বসন্ত চৌধুরী, অনুপ কুমার
রাজীব ও মুজিব (বাংলাদেশ)

পরিচালনায়—এ, জে, মিণ্টো (বাংলাদেশ)

সঙ্গীত—আলম খান (বাংলাদেশ)

— শীঘ্রই আসিতেছে —

মুদ্রণেঃ প্রিন্টার্স ওঙ্কার, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা।